দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ SEP. 30 2006
পৃষ্ঠা

মোড়েলগঞ্জের ১৪ কলেজে শিক্ষার্থী সঙ্কট

সর্বনিম্ন কোটা পূরণে শিক্ষকদের নানান কৌশল

মোড়েলগঞ্জ (বাগেরহাট) উপজেলা সংবাদদাতা

বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জে নতুন কলেজ গজিয়ে উঠায় এবং নকলমুক্ত পরিবেশে এসএসসি পরীক্ষায় ফলাফল বিপর্যয়ের কারণে চলতি ২০০৬ সালে কলেজসমূহে শিক্ষার্থী সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এ কারণে নতুন গজিয়ে উঠা কলেজসহ নামীদামি কলেজগুলোও শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন ও এমপিও টিকিয়ে রাখার স্বার্থে শিক্ষার্থী সংগ্রহে নানা কৌশল অবলম্বন করছে। এসব প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ কোটা পূরণ তো দূরের কথা সর্বনিম্ন (বাধ্যতামূলক) কোটা পূরণের লক্ষ্যে ২০০৬ সালের এসএসসি ও দাখিল উত্তীর্ণ একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধরনা দিচ্ছেন কলেজ শিক্ষক-শিক্ষিকারা। মোড়েলগঞ্জ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, অর্ধযুগ আগে উপজেলায় কলেজ ছিল ৪টি। সেখানে বর্তমানে সাধারণ কলেজ রয়েছে ৮টি এবং ৬টি কারিগরী কলেজ। নতুন স্থাপিত কলেজগুলোর মধ্যে একমাত্র দক্ষিণ বাংলা কলেজ শুরু থেকেই এইচএসসিতে ভাল ফলাফল করে আসছে। কলেজটি ২ বার উপজেলা পর্যায় ও ২০০৫ সালের জেলা পর্যায়ে এইচএসসি ফলাফলে শীর্ষস্থান দখল করে। শিক্ষা অধিদপ্তরের সর্বশেষ সার্কুলার অনুযায়ী প্রতি ১০ বর্গমাইলে ৭৫ হাজার মানুষের জন্য ১টি কলেজ ও ৫ বর্গমাইলে ৫০ হাজার মানুষের জন্য ১টি আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার নিয়ম রয়েছে। উপজেলার ৪ লাখ ৫০ হাজার জনসংখ্যার জন্য সেখানে ৬টি কলেজ, ৯টি আলিম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার কথা সেখানে এ উপজেলায় সাধারণ কলেজ রয়েছে ৮টি, কারিগরী কলেজ রয়েছে ৬টি, কামিল/ফাজিলসহ আলিম মাদ্রাসা রয়েছে ১৫টি। কলেজ মাদ্রাসা অনুমোদনে যেখানে দূরত্বের ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও জনসংখ্যার ব্যাপারে উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসারের প্রত্যয়নপত্রের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষাবোর্ড ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সেখানে একের পর এক কলেজ/মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন ও স্থানীয় প্রশাসনকে ম্যানেজ করে সরকার প্রদত্ত সকল নিয়ম-নীতির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে একের পর এক নতুন কলেজ/মাদ্রাসা গজিয়ে উঠছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেধা প্রতিযোগিতার পরিবর্তে ডোনেশনের-ভিত্তিতে প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ বিপুলসংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ফলে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিণত হয়েছে অযোগ্যদের আখড়ায়। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করে বের হচ্ছে একদল মেধাশূন্য সার্টিফিকেটধারী। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী এগিয়ে রয়েছে কারিগরি কলেজসমূহ। সরকার কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্বারোপ করায় একশ্রেণীর সুবিধাবাদী কলেজ ব্যবসায়ী সুযোগের অপব্যবহার করে একের পর এক কারিগরি কলেজ প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের নামে চালিয়ে যাচ্ছে ব্যবসা। এসব কারিগরি কলেজে বিগত পাবলিক পরীক্ষায় রাজনৈতিক প্রভাব ও অর্থের বিনিময়ে উর্ধ্বতন ও স্থানীয় প্রশাসনকে ম্যানেজ করে শহরতলীতে কেন্দ্র স্থাপন করে পরীক্ষায় বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে গণহারে পাস করাতে সক্ষম হলেও বর্তমান উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় ফলাফলেও ধস নেমেছে। বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি সাধারণ কলেজে সর্বনিম্ন ১২০ জন, মহিলা কলেজে ৮০ জন ও কারিগরি কলেজে ৫টি ট্রেডে ৬০ জন, সাধারণ কলেজ সংযুক্ত কারিগরি কলেজে প্রতি ট্রেডে ১২ জন এবং আলিম মাদ্রাসায় ২০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি বাধ্যতামূলক। সে হিসেবে উপজেলার ৮টি সাধারণ কলেজে ৯২০ জন এবং ৬টি কারিগরি কলেজে ২০৪ জন শিক্ষার্থী ভর্তি বাধ্যতামূলক। এ হিসেবে ৮টি সাধারণ ও ৬টি কারিগরি কলেজ মিলিয়ে সর্বনিম্ন ১ হাজার ১শ' ২৪ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হওয়া প্রয়োজন। চলতি ২০০৬ সালে উপজেলায় এসএসসি পরীক্ষায় ৫শ' ৫৭ জন ও এসএসসি (ভোকঃ) ৯৭ জন পরীক্ষার্থী পাস করেছে। এসএসসিতে পাসের হার ৩৪.১২% এবং এসএসসি (ভোকঃ) শাখায় পাসের হার ৩৯.৪৩ %। বিগত দিনের ধারা অনুযায়ী উত্তীর্ণ এসব ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে 'এ+' ও 'এ' গ্রেডসহ ২৫% ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হবে শহরের নামীদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। হিসেব অনুযায়ী উপজেলার প্রতিটি কলেজে ভাগে পড়ে ৩৫ জন শিক্ষার্থী। ফলে চলতি বছরে এই উপজেলার প্রতিষ্ঠিত ২/১টি কলেজ বাদে সকল কলেজেই ছাত্র ভর্তির সর্বনিম্ন কোটা পূরণে ব্যর্থ হবে। দাখিল উত্তীর্ণ কিছু কিছু শিক্ষার্থী কলেজে ভর্তি হলে এ সংকট কিছুটা কমলেও তাতে কোটা পূরণ সম্ভব নয়। সে কারণে এসএসসি ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই উপজেলার প্রতিটি কলেজের পক্ষ থেকে ছাত্র-ছাত্রী সংগ্রহের জন্য লোভনীয় প্রস্তাব নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা হাজির হচ্ছেন ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়িতে। টোপ হিসেবে, দেয়া হচ্ছে নানা সুযোগ সুবিধার প্রতিশ্রুতি। ফ্রি ভর্তি, বিনাবেতনে পড়ানো, বিনামূল্যে বইপত্র প্রদান, হোস্টেলে ফ্রি থাকা-খাওয়া, ফ্রি কোচিং প্রদান, ফ্রি ফরম ফিলাপের সুযোগ দানসহ লোভনীয় প্যাকেট প্রস্তাব দেয়া হচ্ছে শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের কাছে। অবস্থা-দেখে মনে হচ্ছে উপজেলার কলেজ শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষার্থী সংগ্রহের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন। এ অবস্থায় ছেলেমেয়েদের ভর্তি নিয়ে দোটানায় পড়ে গেছেন অভিভাবকরা। তারাও হিসেব কষছেন কোন কলেজ থেকে কত বেশী সুযোগ-সুবিধা আদায় করা যায়। অপরদিকে এসএসসি ও দাখিল পাস করা ছেলেমেয়েদের মার্কশীট/ট্রান্সক্রিপ্ট নিয়েও শিক্ষকরা করছেন টানা-হেঁচড়া। ২০০৬ সালের পাস করা ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান প্রদান ও একশ্রেণীর কলেজ শিক্ষকের কারণে স্কুল-মাদ্রাসা থেকে তাদের মার্কশীট তুলতে পারছে না। শিক্ষার্থী সংকটের জন্য কলেজ শিক্ষকরা স্কুল-মাদ্রাসা প্রধানদের সঙ্গে আঁতাত করে ছেলেমেয়েদের মার্কশীট আটকে দিচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। জানা গেছে, উপজেলা সদরের একটি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা মার্কশীট তুলতে গেলে তাদের হাতে মার্কশীট না দিয়ে নিজেরাই সংযুক্ত মহিলা কলেজে মার্কশীট জমা দিয়ে ছাত্রীদের সেখানে ভর্তি হতে বাধ্য করছেন। আবার ফাজিল, কামিল মাদ্রাসাগুলোও দাখিল ছাত্র-ছাত্রীদের মার্কশীট আটকে দিয়ে নিজ নিজ মাদ্রাসায় ভর্তি হতে বাধ্য করছেন ফলে উন্নত শিক্ষা লাভে আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীরা নামীদামি কলেজ-মাদ্রাসায় ভর্তি হতে ব্যর্থ হচ্ছে।